হস্তির বৃত্তান্তের তাৎপর্য

কালিদাসের কাব্য ও নাটক পরিমাণে খুব অল্প নয়, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা তা পূর্ণতায় গৌরবময় এবং মানবপ্রেমিক মনের পক্ষে তা আনন্দবর্ধক রসায়ন-স্বরূপ। কালিদাসের কি কাব্য, কি নাটক সবই রসে ভরপুর। অভিজ্ঞানশকুন্তলের সাতটি অঙ্ক জগতের সাহিত্যপ্রেমীদের আস্বাদনের ও রস-গ্রহণের জন্য কবি কালিদাস দান করে গেছেন। তাঁর কাব্য ও নাটকে একটা পুরা সাহিত্য-রাজ্য ধরা পড়েছে। এই সাহিত্যরাজ্য এত প্রৌঢ়, এত বিশাল, এত সমৃদ্ধ এবং এমন সরল, সাবলীল ও সর্বজনবোধ্য, সর্বজনের উপভোগ্য এবং সর্বোপরি জটিলতা-কুটিলতা মুক্ত যে তা পেয়ে মানবমাত্রেই ধন্য। কালিদাসের কাল, কালিদাসের জন্মভূমি, কালিদাসের মাতাপিতা সবই অন্ধকারের গোলকধাঁধায় আচ্ছন্ন হলেও, কালিদাসের অপূর্ব রচনাই তাঁকে চিনিয়ে দেয়। সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও রসময়তা আমাদের সম্মুখে কালিদাসের সহাস্য ছবি উপস্থিত করে।

সংলাপের মাধুর্য, ঘটনার বৈচিত্র্য, চরিত্রের গভীরতা এবং কল্পনার বিশালতায় 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'-কে কবি নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের মাধুর্যে মণ্ডিত করেছেন। দেশীয় সমালোচকগণ নির্দ্দিধায় স্বীকার করেছেন – 'কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।' য়ুরোগের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গ্যয়েটে বলেছিলেন – ''Young years blossoms and the fruits of its decline and all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed....'' —সমস্তই 'শকুন্তলা' এই নামে যুক্ত আছে। রবীন্দ্রনাথও শকুন্তলা-সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন— ''প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত, আনন্দময় উত্তর মিলনে যাচাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।।'' অর্থাৎ সৌন্দর্য-সম্ভোগের কবিরূপে পরিচিত কালিদাস ভারতের শাশ্বত আত্মার সন্ধান লাভ করতে পেরেছিলেন বলেই সৌন্দর্য এবং সম্ভোগ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে মঙ্গলের সঙ্গে তাকে যুক্ত করেছেন। সৌন্দর্যের পূজারী প্রকৃতির কবি কালিদাসের মনে যা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ও মহান আদর্শ ছিল, সে সব দিয়েই তিনি 'শাকুন্তল' নাটকটিকে রচনা করেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের উদ্যানে এটি সুন্দরতম প্রস্ফুটিত কুসুম।

মৃগয়ায় বহির্গত হয়ে হস্তিনাপুরের অধিপতি দুষ্যন্ত মলিনীতীরবর্তী কণ্বের তপোবনের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়ে, বৈখানসদের অনুরোধে বিনীতবেশে আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হলে সহসা তাঁর দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হল। বিস্ময়চকিত রাজা ভাবলেন, –একি

ঋষির আশ্রমে দিব্যাঙ্গনালাভ। পরক্ষণেই বললেন, ''অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র'' - অর্থাৎ যা অবশ্যম্ভাবী তা যেকোন অবস্থায় সর্বত্রই ঘটতে পারে। অপ্রত্যাশিতের জন্য উৎসুক হয়ে পথে অগ্রসর হতে হতে দক্ষিণের বৃক্ষবাটিকা থেকে নারীকণ্ঠের আলাপ শুনে সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেই তাঁর চোখের সামনে খুলে গেল স্বপ্নলোকের দ্বার। তিনি তিনজন আশ্রমকন্যাকে বৃক্ষের আলবালে জলসেচন করতে দেখে বলে উঠলেন, –

''মধুরম্ আসাং দর্শনম্।'' রাজা বৃক্ষের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে আশ্রমবালাদের রূপলাবণ্য এবং মধুর আলাপ নিভৃতে উপভোগ করতে থাকেন।

পারস্পরিক আলাপের অবসরে শকুন্তলা যখন সখীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, – ''ইতঃইতঃ সখ্যৌ'', তখন রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পেরে বলেন, – ''ইয়ং সা কণ্বদুহিতা।'' শকুন্তলাকে দেখে রাজা ভাবলেন, ''ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী।'' বল্কলবসনেই এঁকে অধিক মনোরম দেখায়। পরক্ষণেই শকুন্তলার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে বলেন, অসাধুদর্শী এই মহর্ষি, কেননা তিনি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ও পেলবদেহা শকুন্তলাকে আশ্রমের কঠিনকার্য্যে নিযুক্ত করে অবিবেচনার পরিদয় দিয়েছেন। যেন তিনি নীলোৎপলের কোমল প্রান্তভাগ দিয়ে কঠিন শমীমাখা ছেদন করতে চেয়েছেন, — ''নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তমৃষির্ব্যবস্যাতি।।''

বিস্মিত বিমুগ্ধ রাজা অলোকসামান্যা তাপসকন্যার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের পথ খুঁজবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েন। তাঁর মন সহসা বলে উঠল, নিশ্চয়ই এ কন্যা ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্য, তা না হলে আমার শুদ্ধচিত্ত এর নিমিত্ত অভিলাষী হবে কেন? তথাপি তত্ত্বানুসন্ধান করতে হবে। ইতিমধ্যে ভ্রমরের আক্রমণে বিপর্যস্তা শকুন্তলা সখীদের সাহায্য চাইলে, তারা বলল, ''আমরা রক্ষার কে? তুমি দুষ্যন্তকে স্মরণ কর, রাজাই তপোবনের রক্ষক।'' দীর্ঘক্ষণ অন্তরালে থেকে রাজা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেন। এইটি তাঁর আত্মপ্রকাশের সুর্বণ সুযোগ বিবেচনা করে তিনি সহসা আশ্রমবালাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

সখী দ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, পৌররাজকর্তৃক আমি ধর্মাধিকারে নিযুক্ত। আশ্রমে যজ্ঞক্রিয়াদি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা জানবার জন্য তপোবনে এসেছেন। রাজাকে দেখে শকুন্তলা চকিত হয়ে উঠেছে। চন্দ্রদয়ে সাগর যেমন উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি তাপসীর প্রশান্তচিত্ত আজ তেমনি তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। একি, অপরিচিত পুরুষকে দেখে মনে আমার এমন তপোবন বিরোধীভাব উদয় হচ্ছে কেন? ''কিং নু খলু প্রেক্ষা তপোবনবিরোধিনো বিকারস্য গমনীয়া অস্মি সংবৃত্তা।'' শকুন্তলার এ

সলজ্জভাব সখীদ্বয়ের কাছে আর গোপন থাকল না। এরপর অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার সঙ্গে শকুন্তলা সম্পর্কে রাজার দীর্ঘ আলোচনা চলে। শকুন্তলার হাবভাব দেখে দুষ্যন্ত ভাবলেন, – ''আমি যেমন এঁর প্রতি আসক্ত, তিনিও কি আমার প্রতি সেরূপ আসক্ত।'' তখন শকুন্তলার তপোবন বিরোধীভাব যেম মূর্তিমান্ হয়ে দেখা দিল।

একটি হস্তী মত্ত হয়ে মূর্তিমান ধবংসের মত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়ে সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করছিল। হস্তীটিকে তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নরূপে বর্ণনা করে তাপসগণ আশ্রবাসিগণকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন যেন, প্রত্যেক নিজ নিজ আশ্রিত ও পালিতগণের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেন, – ''ভোঃ ভোঃ তপস্বিনঃ সন্নিহিততপোবনসত্ত্বরক্ষায়ৈ ভবত, প্রত্যসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী পার্থিবো দুষ্যন্তঃ।'' শান্তরস প্রধান ধর্মারণ্যে মত্ত গজ নয়, দুষ্যন্তই ''মূর্তো বিঘ্নস্তপসঃ'' অর্থাৎ তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্ন। মৃগয়াবিহারী দুষান্তই সরলপ্রাণ তপোবনবাসিনীদের স্বচ্ছজীবনে নাগরিক প্রেমের কলুষতা এনেছেন। শুচি শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রমকে কামানলের ধূমে আচ্ছন্ন করেছেন তিনি। প্রেমক্ষুধায় কাতর নিজের সংযমের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে তিনি ছুটে চলেছেন দুর্বার গতিতে। তাই তাপসদের তপোবনে পালিত নিরীহ প্রাণিসমূহের রক্ষার সতর্কবাণীতেও শকুন্তলাকে রক্ষা করার ধবনিই যেন আমাদের মর্মে প্রবেশ করে। এইটি সমস্ত তপোবনভূমির ক্রন্দন এবং সেই তপোবন প্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি, কিন্তু তাকে রক্ষা করা গেল না।

যখন দেখতে দেখতে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মধ্যে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে, তখনই নেপথ্যে আর্তরব উঠল যে, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্যন্ত প্রত্যাসন্ন হয়েছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে প্রণয়ের বীজ অংকুরিত হয়েছে। নাটকীয় বস্তুবিন্যাসের প্রাথমিক পর্ব পরিসমাপ্তি হয়েছে। এখন প্রয়োজন উভয়পক্ষকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করানো যাতে প্রণয় আরো গাঢ় হয়, উভয়ের মধ্যে আকাঙ্খার গভীরতা, এবং অনুরাগের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য ও সাময়িক বিচ্ছেদের প্রয়োজন। তাই প্রণয়ীযুগলকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের স্বচ্ছন্দ সুখবিলাসের ভেতর ভীতিপ্রদ মত্ত গজের আক্রমণের অবতারণা করা হল। তারা মিলনের সুখকুঞ্জ থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করতে বাধ্য হল।

মহাকবি দীর্ঘক্ষণ ধরে বয়ে চলা শৃঙ্গাররস প্রবাহের একঘেঁয়েমি দূর করে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে হস্তি-উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। রাজা ইতিমধ্যেই শকুন্তলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি অনসূয়া প্রিয়ংবদার কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন এবং স্বয়ং শকুন্তলাও মুখে কিছু না বললেও হাবেভাবে রাজার প্রতি তার

অনুরাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার সখী দ্বয়ের মধ্যে কথোপকথন এখন অকারণ মনে হতে পারে সহৃদয় সামাজিকদের কাছে। এই ভেবে সুদক্ষ নাট্যকার এখানে রসবৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য মত্তগজের উপাখ্যানের অবতারণা করে নাটকের কাহিনীবৃত্তকে গতিশীল করে রেখেছেন। নাটকের অঙ্কান্তরে যাওয়ার প্রাক্ক্ষণে সম্পূর্ণ বিপরীত রসের অবতারণায় কালিদাস অত্যন্ত নিপুণ। তাই এখানে হঠাৎ হস্তিপ্রবেশ খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে 'শকুন্তল' নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে বিরহক্লিষ্ট দুষন্তের অনুশোচনা শুনে দর্শকের উৎসাহ যখন স্তিমিতপ্রয় তখনই মাতলি অদৃশ্যভাবে মাধব্যকে তুলে নিয়ে রাজার ক্রোধ জাগরিত করেছেন। ফলে দর্শকের কৌতুহলও (Dramatic Suspense) উদ্দীপ্ত হয়েছে। নাটকটি তাই গতিময় হয়েছে। কালিদাসের এই নাট্যকৌশল কালিদাসোত্তর নাট্য সাহিত্যেও অনুবৃত্ত হয়েছে। যেমন-রত্নাবলী নাটকে হনুমানের উৎপাত বা মৃচ্ছকটিক নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কে হস্তিবৃত্তান্ত।